স্বপ্নের ঘর

(পথনাটিকা)

(মোট সাতজন লোকের প্রয়োজন। একজন মহিলা। একটা খোলামেলা রাস্তার মোড়। চারজন তরুণ-তরুণী (ক-খ-গ-ঘ) হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে জনসমাগমের মধ্যে এগিয়ে আসবে। তারা স্লোগান দেবে "বাসস্থানের অধিকার মৌলিক অধিকার", "আমাদের বাড়ি আমাদের স্বপন-- শৌচালয় আর পানীয় জল সভ্যতার দর্পণ"। স্লোগান দিতে দিতে তারা জনসমাগমের মধ্যে বসে পড়ে ফ্রিজ হয়ে যাবে।

জনসমাগম গোল হয়ে দাঁড়াবে। সেখানে দু'জন ছেলে 'ক' আর 'খ', আর একটি মেয়ে 'গ'। তিনজন গোল হয়ে দাঁড়ানো জনসমাগমের মধ্যে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ঢুকে পড়বে। প্ল্যাকার্ডে লেখা "শহরাঞ্চলে সবার জন্য বাড়ি"। এই প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা গোল হয়ে নাচতে থাকবে আর এক সময় নাচতে নাচতে বসে পড়বে।

স্বপ্নের বাড়ি

আশার বাড়ি

শহরে সবার-ই জন্য

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি।

'ঘ' উঠে দাঁড়াবে।

'ঘ'- কী স্বপ্নের বাড়ি স্বপ্নের বাড়ি বলে চেঁচাচ্ছে এখানে?

'ঙ'- কে জানে? আমি তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

'চ'- এরা সরকারের নতুন গৃহনির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে বলছে-- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা।

'ঘ'- ধুর! কী যে প্রকল্প হবে জানা আছে ভাই। আমাদের জন্য কোনও সুযোগ-সুবিধা নেই।

ওরে, গরিবও হলাম না প্রকল্পের টাকা পাওয়ার মতো

বড়লোকও হলাম না শহরে ফ্ল্যাট কেনার মতো। (গান)

'ঙ'- আরে ছাড়ো তো এ সব। আমাদের মতো ছোটখাটো চাকরি করা লোকেদের সারা জীবন শহরের ভাড়াঘরে থেকেই কেটে যাবে। কে যে বলে, জীবন জীবন বড়ই সুন্দর। হা হা হা।

‘ঘ’- তবুও তোমাদের তো সুবিধা আছেই। প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করা আমাদের মতো লোকেদের যা জীবন তা আর বোলো না। বলি, ঘর ভাড়া দেব না, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাব। শহরে বাড়ি করা তো আমাদের কাছে আকাশ কুসুম।

‘চ’- তোমাদের সবার যা যা বলার বলা হল? আমি থাকি বস্তিতে। খাওয়ার জলও পাই না, বাথরুম-পায়খানাও নেই। আমাদের ঘর বলতে তো প্লাস্টিকের একটা খোঁয়াড়। আমাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না ভাই!

‘ঙ’- কী আর বলি দুঃখের কথা, গ্রামে থেকে মাঠে লাঙল চষলেই ভাল হত মনে হয়। সেখানে অন্তত নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই তো ছিল। ভাড়াঘরে থাকা আর কারাগারে থাকা তো একই।

ক, খ আর গ উঠে দাঁড়াবে আর আবার গাইতে থাকবে--

স্বপ্নের বাড়ি

আশার বাড়ি

শহরে সবার জন্য

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি

যার নেই বাড়ি

কোরো নাকো চিন্তা

সব শ্রেণীর লোকের জন্য

সরকার নিয়ে এসেছে অপূর্ব সুবিধা।

‘ঘ’, ‘ঙ’, ‘চ’ ও ‘ছ’-- এরা চারজন বিশেষ এক ভঙ্গিতে কান পেতে শুনছে।

কোরাস- সবার জন্য সুবিধা? কী সুবিধা?

‘ক’- শুনুন দাদাভাইরা। করবেন না চিন্তা।

‘খ’- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নামে আছে চারটে প্রকল্প।

‘গ’- সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছে এর আওতায়।

‘ক’- বস্তি থেকে শহর অবধি।

‘খ’- দরিদ্র থেকে শুরু করে সবাইকে।

‘গ’- যার নেই ভারতের কোথাও পাকাবাড়ি

‘ক’- পাকা বাড়ি বানাতে তাঁরা পাবেন ভর্তুকি

‘খ’- একটি পরিবার পাবে মাত্র একটি প্রকল্পের সুবিধা

‘গ’- বাবা, মা আর অবিবাহিত সন্তান মিলে হবে পরিবার একটা।

‘ক’- মোবাইল থেকেও PMAY-UASSAM অ্যাপ ডাউনলোড করতে পার বেন।

‘খ’- প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য সেখানেই পাবেন।

‘ঘ’, ‘ঙ’, ‘চ’ ও ‘ছ’ কোরাসে বলবে- সত্যি! সবিশেষ বলো ভাই কী এই প্রকল্পটি?

‘ক’- বস্তি এলাকায় থাকা লোকেরা সবাই পাবেন নিজের নিজের বাড়ি।

‘গ’- এ ছাড়াও নতুন বাড়ি তৈরির সময় পাবেন অস্থায়ী বাসস্থান।

‘চ’- আমাদেরও তো বাড়ি নেই, জমি নেই, ভাড়াঘরে থাকি; আমরা তবে কী পাব?

‘খ’- তোমরাও পাবে। যাঁদের মাসিক আয় পঁচিশ হাজার টাকার কম, তাঁরা পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকা আর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

‘ঘ’ ও ‘ঙ’- আমাদের জন্য কী আছে? কানাকড়ি?

‘গ’- আপনার মাসিক আয় পঁচিশ হাজার টাকা হলে তিরিশ বর্গমিটার এলাকায় বাড়ি তৈরির জন্য পাবেন ভর্তুকি-সহ ঋণ।

‘খ’- ভর্তুকি পাবেন দু’ লক্ষ সাতষট্টি হাজার দু’শো আশি টাকা আর পাবেন সাড়ে ছয় শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ ছয় লক্ষ টাকা ঋণ।

‘ক’- যাঁদের মাসিক আয় পঁচিশ হাজার টাকার ওপর ও পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে তাঁরা ষাট বর্গমিটার কার্পেট এরিয়ায় বাড়ি তৈরির জন্য পাবেন দুই লক্ষ সাতষট্টি হাজার দু’শো আশি টাকা ঋণ আর সাড়ে ছয় শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ ছয় লক্ষ টাকা ঋণ।

‘গ’- যাঁদের মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি আর এক লক্ষ টাকার মধ্যে, তাঁরা নব্বই বর্গমিটার কার্পেট এরিয়ায় বাড়ি তৈরির জন্য পাবেন দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটষট্টি টাকা ভর্তুকি আর চার শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ নয় লক্ষ টাকা ঋণ।

‘ক’- যাঁদের মাসিক আয় এক লক্ষ টাকার বেশি আর দেড় লক্ষ টাকার মধ্যে, তাঁরা একশো দশ বর্গমিটার কার্পেট এরিয়ার মধ্যে বাড়ি তৈরির জন্য পাবেন দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার একশো ছাপ্পান্ন টাকা ভর্তুকি আর তিন শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ বারো লক্ষ টাকা ঋণ।

‘গ’- এ ছাড়াও যাঁদের নিজের জমি আছে তাঁরাও প্রত্যেকে ত্রিশ বর্গমিটারে একটি পাকা বাড়ি তৈরির জন্য দু লক্ষ টাকা করে পাবেন।

‘খ’- অন্যদিকে যাঁরা নিজেদের আগের পাকা বাড়িটিকে বাড়িয়ে নিতে চান তাঁরাও প্রত্যেকে পাবেন দু লক্ষ টাকা করে। কিন্তু এইখানে একটা কথা, তাঁদের আগের পাকা বাড়িটি যাতে একুশ বর্গমিটারের বেশি না হয়, কারণ এই প্রকল্প অনুযায়ী নতুন বাড়িটি নয় বর্গমিটারের বেশি হতে পারবে না। তবেই পাওয়া যাবে সরকারি আর্থিক সাহায্য। আর নতুন বাড়িটির ঘরে লাগোয়া একটি রান্নাঘর বা শৌচালয় থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

‘ক’- আর একটা কথা, এই ঋণগুলোর মেয়াদ কুড়ি বছর।. . . কেমন লাগল প্রকল্পের কথাগুলো?

‘ঘ’- প্রকল্প তো ঠিকই আছে। কিন্তু টেবিলের তলা দিয়ে কত দিতে হবে? সেটাও একটু খোলসা করে বলো দেখি বাপু।

‘গ’- দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার রুখে দাঁড়াবে। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিহুএই প্রকল্পের ফর্ম বা বাড়ি তৈরি করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসৎ পথ অবলম্বন করে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার অভিযোগ জানাতে পারবেন জেলা উন্নয়ন কমিশনারকে।

‘ক’- সরকারের এই প্রকল্পের ওয়েবসাইট www.pmayuassam.in - এও সবিস্তারে লিখে জানাতে পারবনে অভিযোগ।

‘খ’- আর একটা কথা। কেউ কিন্তু কারও ফাঁদে পা দিয়ো না ভাই। যোগ্যতা থাকলে সবাই পাবেন সুবিধা। সরকার সুপরিকল্পিতভাবে সবার জন্য এই প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছে।

‘ঘ’, ‘ঙ’, ‘চ’ ও ‘ছ’ একসঙ্গে- খুব ভাল লাগল রে ভাই। খুব ভাল লাগল।

‘ঘ’- কিন্তু কথা হল, এই প্রকল্পের সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য কোথায় গিয়ে যোগাযোগ করব ভাই?

‘ক’- এই সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করতে হবে স্থানীয় পুরসভা, নগর সমিতি, কমন সার্ভিস সেন্টার, অরুণোদয় কেন্দ্রের সঙ্গে অথবা www.pmayuassam.in-এও ফর্ম পাওয়া যাবে।

‘খ’- এ ছাড়াও ঋণ-সহ ভর্তুকি প্রকল্পের বাড়ি তৈরি করতে মাসিক দেড় লক্ষ টাকার কম আয়ের সকল আগ্রহী ব্যক্তিহুরা স্থানীয় ব্যাংকে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

‘গ’- বিনামূল্যেবর আবেদন পত্র করুন পূরণ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা করুন গ্রহণ।

‘ঘ’- আবেদন করতে গিয়ে কী কী লাগবে শুনি?

‘ক’- যাঁরা বস্তি এলাকায় থাকেন আর যাঁদের মাসিক আয় পঁচিশ হাজার টাকার কম, তাঁদের কোনও নথি জমা দিতে হবে না।

‘খ’- এ ছাড়া বাকী অন্যান্যদের জমা করতে হবে পৰিবারের প্রধানের ছবি, সেই সঙ্গে পরিবারের সবার ভোটার আই কার্ড, ব্যাংকের পাসবই আর জমির দলিলপত্র।

‘গ’- জমির দলিলের সঙ্গে লাগবে জমাবন্দি, ল্যান্ড হোল্ডিং সার্টিফিকেট বা জমি থাকার প্রমাণপত্র, মৌরসি পাট্টা, গিফ্‌ট ডিড, সেল ডিড, পার্টিসন ডিডের মধ্যে যে কোনও একটি।

‘ঙ’- আবেদন পত্র জমা কবে দিতে হবে?

‘ক’- পুরসভা, নগর সমিতিতে এক জুন থেকে সাত জুনের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

‘খ’- আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে পারবেন ওয়েবসাইট, পুরসভা ও নগর সমিতি থেকে এগারো মে থেকে ত্রিশ মে-র মধ্যে।

‘গ’- আবেদন পত্র জমা নেওয়ার জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডে এনজিও-দের ক্যাম্প বসবে।

‘ঙ’- বাহ্, বাহ্! এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে?

‘ক’- তাই তো বলছি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা নাও।

‘খ’- এমন সুবিধা আর কোথাও পাবে না।

‘গ’- ভর্তুকি নিয়ে নিজের বাড়ি বানিয়ে নাও।

‘ঘ’, ‘ঙ’, ‘চ’ ও ‘ছ’- তা হলে চলো সবাই মিলে আমরা গাই একসঙ্গে

স্বপ্নের বাড়ি

আশার বাড়ি

শহরে সবার জন্য

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি

‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’-ও সুর ধরবে-

যার নেই বাড়ি

কোরো নাকো চিন্তা

সব শ্রেণীর লোকের জন্য

সরকার নিয়ে এসেছে অপূর্ব সুবিধা।